১১

মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী

১৯৬৫ সালে চলচ্চিত্র কোম্পানি যীশুর জীবনের উপরে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন যাহার নাম ছিল “মহান যুগান্তকারী কাহিনী যাহা উক্ত হয়েছে।” যীশুর জন্ম থেকে আরম্ভ করে, তাঁহার জাগতিক কর্ম, অপমান ক্রুশারোপন, কবর এবং পুনরুত্থান চিত্রিত করা হয়েছে। যদিও বাইবেলের অনুসারে যীশুকে চিত্রায়িত করে চলচ্চিত্রটি তৈরি করা হয় নাই কিন্তু উহার নাম করন আমাদের স্মরণ করে দেয় যে খ্রীষ্টের সত্যিকার জীবন হল এক মহান যুগান্তকারী কাহিনী যাহা উক্ত হয়েছিল।

যদি জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং যীশুর পুনরুত্থান মহান কাহিনী হয়ে থাকে তবে উহার পরের কাহিনী কি হতে পারে? উত্তর প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ; পরবর্তী পুস্তক যে কেহ উহা পড়তে পারে, যাহা নতুন নিয়মে আছেঃ দ্বিতীয় মহান কাহিনী যাহা উল্লেখ আছে তাহলো, প্রভুর মণ্ডলী স্থাপন।

ঈশ্বরের রাজ্য আনয়নের কাহিনীতে, মণ্ডলী, অনেকে আশা পোষণ করবে যে, উহাতে দুঃসাহসিক অভিযান এবং যন্ত্রণাদায়ক উত্তেজনা থাকবে। প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের একটি অধ্যায়ে- ২য় অধ্যায়ে- এক চমকপ্রদ আকর্ষণের যোগান দেয়।

আসুন আমরা এই অধ্যায়কে এমন ভাবে পর্যালোচনা করি যেন এই একটি অধ্যায়ই হল একটি সম্পূর্ণ পুস্তক অথবা একটি সম্পূর্ণ কাহিনী। উহা আমাদেরকে উক্ত কাহিনী বাধ্যতায় এবং অনুপ্রেরণায় এই দুই ভাগে ভাগ করতে সাহায্য করবে। “মহান কাহিনীর পরবর্তী

কাহিনী” পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় মণ্ডলী স্থাপনের চমকপ্রদ কাহিনী উপস্থাপন করবে।

প্রথম অধ্যায়ের “ঐশ্বরিক অবতারণা”

পুস্তকের আরম্ভে, প্রথম অধ্যায়ের খুলতেই আমরা “ঐশ্বরিক অবতারণা” নামক অংশটি দেখতে পাই। প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের লেখক লূক বলেছেন, “পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে এক স্থানে সমবেত ছিলেন” (প্রেরিত ২:১)। কাহিনীর সূচনা হয়েছিল ঐতিহাসিক যিরূশালেম শহরে পঞ্চাশত্তমীর দিনে। যিশাইয় (যিশা: ২:২-৪) এবং মীখা (মীখা ৪:১-৩) ভাববানীতে যিরূশালেমকে সেই স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যে স্থান হতে প্রভুর ব্যবস্থা আগত হবে, সেই সময়ে যে সময় আরম্ভ হবে “শেষ কাল।” পঞ্চাশত্তমী হল পুরাতন নিয়মের একটি উৎসব যখন শস্য তোলার অনুষ্ঠান পালন করা হত (যাত্রা ২৩:১৬)। রোমীয় সাম্রাজ্যের সকল স্থান হতে, পরিবারসহ সকল যিহূদীগন যিরূশালেমে উপস্থিত হতেন পুরাতন নিয়মের এই অনুষ্ঠান পালন করতে।

পঞ্চাশত্তমীর দিন সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত হল, আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলঃ

> আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটি শব্দ আসিল, এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে, এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল; এবং তাহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন (প্রেরিত ২:২-৪)।

একমাত্র প্রেরিতগনই পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের ২য় অধ্যায় এবং উহার মধ্যকার মূল বিষয় বস্তু উক্ত কথা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে। প্রথমত, প্রেরিত ২:১ এর “তাহারা” অর্থ হল “এগার জন প্রেরিত” যাহাদের কথা আমরা

প্রেরিত ১:২৬ পদে উল্লেখ পাই। যেভাবে গল্পের উন্মোচন হয়েছে তাহাতে প্রেরিতদেরকে কেন্দ্র করেই দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনায় প্রকাশ পাওয়া যায় যে, (প্রেরিত ২:১–২১) উহার কোথাও উল্লেখ নেই যে, প্রেরিতগণ ছাড়া অন্য কেহ পবিত্র আত্মার অবগাহন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উপস্থিত সকলে যাহারা সাক্ষী ছিলেন, তাহারা বুঝতে পেরেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়ে শুধুমাত্র প্রেরিতগনই পরভাষায় কথা বলিতেছিলেন (প্রেরতি ২:৭)।

পবিত্র আত্মার এই প্রেরিতদের উপরে অবতরণের তিন বছর পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় প্রেরিতদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট কিভাবে একদিন তাহাদেরকে পবিত্র আত্মায় অবগাহন দিবেন। খ্রীষ্টের কার্যারম্ভের পূর্বে বাপ্তিস্ম দাতা যোহন বলেছিলেন, "আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন" (মথি ৩:১১)। তাঁহার ঊর্দ্ধে গমনের কিছু পূর্বে খ্রীষ্ট তাহাদের বলেছিলেন, "কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়" (প্রেরিত ১:৫)। খ্রীষ্টের বিদায়ি বার্তায় তিনি তাঁহার প্রেরিতদের কাছে উর্দ্ধেনীত হবার সময়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পিতার প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত না হওয়া এবং ঊর্দ্ধ্ব হতে শক্তি পরিহিত না হওয়া পর্যন্ত যেন তাহারা যিরূশালেম পরিত্যাগ না করে (লূক ২৪:৪৬–৪৯; প্রেরিত ১:৪)। এখন এই আধ্যাত্মিক পবিত্র আত্মার অবতরণ যাহা পঞ্চাশত্তমীর দিন সকালে হয়েছিল, উহার ফলে পবিত্র আত্মার সম্পর্কে আমাদের প্রভুর দেয়া প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

পবিত্র আত্মা যখন স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন, তখন তাহারা শুনতে পেলেন "আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটি শব্দ আসিল" (প্রেরিত ২:২)। তখন দেখতে পেলেন, "অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল; এবং তাহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল" (প্রেরিত ২:৩)। তাহাদের কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হলঃ লোকে পবিত্র আত্মার অবতরণ দেখতে পেল,

আত্মার শক্তিতে প্রেরিতদের পরভাষায় অথবা অনেক ভাষায় কথা বলা দেখে। সন্দেহের কোনই কারণ নেই যে, প্রেরিতগন সেই সব মানুষের ভাষায় কথা বলেছিলেন যাহারা মহাকম্পনযুক্ত বায়ুর শব্দ শুনে একত্রীভূত হয়েছিলেন কি ঘটনা ঘটতেছে তাহা দেখার জন্য। তাহারা প্রেরিতদের নিকট হতে যাহা শুনিতেছিলেন তাহার বর্ণনা দিতে যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তাহা ছিল গ্রীক শব্দ *dialektos* অনুবাদ করিলে উহার অর্থ "ভাষা"; (প্রেরিত ২:৬,৮) এবং *glossais* (অনুবাদ করিলে উহার অর্থ "জিহ্বা"; (প্রেরিত ২:১১)।

প্রেরিতগনকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম দেয়া হয়েছিল তিনটি ঐশ্বরিক কারণে। প্রথমত, তাহাদের বাপ্তিস্ম দেয়া হয়েছিল অনুপ্রেরণার জন্য। পবিত্র আত্মা তাহাদেরকে অনুপ্রেরণা দিবেন যেন তাহারা ঈশ্বরের দেয়া সর্ব বিষয় পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে পারেন। খ্রীষ্ট প্রেরিতদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন" (যোহন ১৪:২৬)। এখন আত্মার অবতরণের মাধ্যমে ঐ অনুপ্রেরণার প্রতিজ্ঞা যাহা খ্রীষ্ট তাঁহার প্রেরিতদের কাছে করেছিলেন তাহা তাহারা বুঝতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, তাহাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেয়া হয়েছিল নিশ্চিত করে বুঝাতে যে তাহারা যাহা প্রচার করবে তাহার সব কিছুই ঈশ্বর হতে। তাহাদের পবিত্র আত্মার শক্তি দেয়া হয়েছিল আশ্চর্য কাজ করতে, চিহ্ন কর্ম করতে, এবং চমকপ্রদ কাজ করতে যেন তাহারা যে সংবাদ প্রচার করবেন তাহার নিশ্চয়তা অথবা প্রমাণ দিতে পারেন। খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পাণ করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে" (মার্ক ১৬:১৭,১৮)। প্রেরিতদের আশ্চর্য কর্মের মাধ্যমে আত্মার দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা পাবে যে তাহারা ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হয়েছেন। এই পরিপূর্ণতার একটি উদাহরণ স্পষ্ট পাওয়া যাবে প্রেরিত ১৪:৩:

"এইরূপে তাহারা সেই স্থানে অনেক দিন অবস্থিতি করিলেন, প্রভুর উপরে সাহস বাঁধিয়া কথা কহিতেন; আর তিনিও আপন অনুগ্রহের বাক্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন, তাহাদের হস্ত দ্বারা নানা চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হইতে দিতেন।"

তৃতীয়ত, প্রেরিতগনকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেয়া হয়েছিল যেন তাহারা অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের উপরে হস্তার্পণের মাধ্যমে আশ্চর্য কর্মের শক্তি দান করতে পারেন। প্রেরিত ৮:১৪–২৪ পদে এই শক্তি দানের একটি উদাহরণ উল্লেখ আছেঃ পিতর ও যোহন এই দুই প্রেরিতকে যিরুশালেম থেকে শমরিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তাহারা ফিলিপের দ্বারা প্রচারের মাধ্যমে যাহারা খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন, সেই নতুন বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করে তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করেন ও পবিত্র আত্মার আশ্চর্য–কাজের ক্ষমতা তাহাদেরকে দান করতে পারেন।

আপনাদের ও আমাদের কাছে "মহান কাহিনী পরবর্তী কাহিনী" এর সূচনার অর্থ কি? ইহার অর্থ হল, নতুন নিয়মে প্রাপ্ত প্রকাশ সব কিছু ঈশ্বর অনুপ্রাণিত লোকদের দ্বারা আমাদের কাছে দেয়া হয়েছে। আমরা নতুন নিয়মকে সঠিক এবং নির্ভুল হিসেবে বিশ্বাস করিতে পারি। ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিতদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শক্তি দিয়েছিলেন; এবং প্রেরিতগন, তাহাদের হস্তার্পণের মাধ্যমে সেই পবিত্র আত্মার আশ্চর্য কাজের শক্তি তাহারা অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে দিয়েছিলেন। অতএব, নতুন নিয়মের সকল লেখক ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত এবং আত্মার দ্বারা চালিত ছিলেন। আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, নতুন নিয়ম হল ঈশ্বরের প্রকাশিত যাহা মানুষের জন্য দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের "শক্তি যুক্ত প্রচার"

"মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী" গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম করন করা হয়েছে, "শক্তি যুক্ত প্রচার।" যেদিন মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল সেদিনটি ছিল প্রচারের দিন। সর্ব প্রথমে, প্রেরিতগন সকল

ভাষাভাষীদের কাছে তাহাদের ভাষায় "ঈশ্বরের শক্তি যুক্ত কর্ম" এর কথা ঘোষণা করেছিলেন (প্রেরিত ২:১১)। পরে পিতর অন্য ১১ জনের সাথে দাঁড়িয়ে বিস্তারিত ভাবে প্রচার করেন, সম্ভবত গ্রীক ভাষায় প্রচার করেছিলেন, ঐ সময়ের সার্বজনীন ভাষা, বলেন যীশুই হলেন উভয়ই প্রভু এবং খ্রীষ্ট (প্রেরিত ২:১৪)।

যাহারা প্রচণ্ড বায়ুবৎ শব্দ শুনে একত্রিত হয়েছিলেন তাহারা ছিলেন যিহূদী; প্রথমত সু-সমাচার প্রচারের সময় তাহারা অসাধারন শ্রোতার স্থলে ছিলেন। তাহাদের এক একান্ত আগ্রহী ভাব ছিল। তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং উত্তম ভাবে পুরাতন নিয়ম জানতেন। তাহারা মানসিকভাবে সু-সমাচার গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। খ্রীষ্টকে অনেক জাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার মত সুন্দর সুযোগ তাহাদের ছিল। তাহারা রোমীয় সাম্রাজ্যের সকল এলাকা থেকে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই লোকদের দ্বারা তাৎক্ষণিক ভাবে খ্রীষ্টিয়ানত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মত সুযোগ ছিল যাহারা সু-সমাচার গ্রহণ করবেন ও পরবর্তীতে তাহা নিয়ে তাহাদের নিজ এলাকায় ফিরে যাবেন।

ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায়, পিতরের প্রচারিত সু-সমাচারের সারসংক্ষেপ লূক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন (প্রেরিত ২:১৪-৩৬)। পিতরের প্রচারিত এই সুন্দর সারসংক্ষেপ তিনি এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যাহা দুই তিন ভাবে রূপরেখা দেয়া যায়; কিন্তু আসুন আমরা সাধারণ বক্তৃতাকে উহার উপকরণ গুলি; সূচনা, বিস্তারিত বর্ণনা এবং উপসংহার দিয়ে রূপরেখা সাজাই।

পিতর তাহার শ্রোতারা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই অপমান করে বলেছিলেন, "উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে" (প্রেরিত ২:১৩)। সু-সমাচার শিক্ষকগন সম্মান ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নয়। যে কোন শিক্ষক, যাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন চরিত্র নেই এবং নির্ভরযোগ্য কোন সম্মান নেই, তিনি যে কোন কথা বলার জন্য মুখ খোলার পূর্বেই চরম ভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বেন। তাহাকে কেহ বিশ্বাস বা

সম্মান করবে না যত শক্তিশালী ভাবেই তাহার প্রচার তিনি তুলে ধরবেন না কেন।

অবাক হবার কোন কারণই নেই, যে, পিতর তাহার প্রচারের শুরুতেই প্রেরিতদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সম্পর্কে উত্তর দিয়ে তিনি আরম্ভ করেছিলেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে তাহাদের ভুল ধারনা গুলি বুঝিয়ে দিতে তিনি দুটি সত্যের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেনঃ প্রথমত, তিনি বলেছেন যে উক্ত ঘটনা কি ছিলনা। তিনি তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের কাছে আবেদন করেন। তিনি বলেন, "কেননা তোমরা যে অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত, তাহা নয়, কারণ এখন বেলা তিন ঘটিকা মাত্র" (প্রেরিত ২:১৫)। পিতর এই বলেছিলেন যে, "ব্যাখ্যা মাতালতা সম্পর্কে নয়, কারণ কোন সাধারণ জ্ঞান প্রাপ্ত যিহূদী এতো ভোরে মদ্য পান করবেনা বিশেষ করে পঞ্চাশত্তমীর দিনের মত উল্লেখযোগ্য একটি দিনে। সাধারণ জ্ঞান আপনাদের বলে দেবে যে, আমরা মাতাল নই।" দ্বিতীয়ত, পিতর বলেছেন, আসলে উক্ত ঘটনা কি ছিল। তিনি বাক্য ব্যবহার করে বলেছেন, "কিন্তু এটি সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে" (প্রেরিত ২:১৬)। পরে তিনি যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক হতে যোয়েল ২:২৮-৩২ পদ তুলে ধরেন (প্রেরিত ২:১৭-২১)। অতএব দ্বন্দ্বের কোন কারণই নেই যে, পঞ্চাশত্তমীর দিনে আত্মার অবতারণার কারণ ছিল, আর অন্য কিছু না হলেও আংশিকভাবে, "শেষ কাল" আরম্ভ সম্পর্কে যোয়েল ভাববাদীর ভাববানীর পরিপূর্ণতা প্রমাণিত হল। এই সম্পর্কে পিতরের বাক্য আমাদের কাছে আছে। তাহার বাক্য, "যোয়েল ভাববাদীর দ্বারাই এই সমস্ত উক্ত হয়েছিল," যাহা উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত উত্তর হিসেবে মেনে নিতে হবে।

এই আত্মার অবতরণ "শেষ কালের" আরম্ভ করেছিল। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মাধ্যমে প্রেরিতগণ যখন শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তখন মণ্ডলীর আশ্চর্য কার্য্যের যুগেরও শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে প্রেরিতগন তাহাদের হস্ত অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের উপরে অর্পণ করেছিলেন এবং পুত্রগণ এবং কন্যাগণ ভাববানী বলেছিল, যুবকেরা দর্শন পেয়েছিল এবং বৃদ্ধগণ স্বপ্নে দর্শন

পেয়েছিলেন এবং পুরুষ এবং স্ত্রী দাস-দাসীগণ ভাববানী বলেছিল (প্রেরিত ৬:৬; ৮:৪-৮, ১৪-২৪; ২১:৮,৯)। প্রেরিতদের উপরে এই অবতরণ ছিল খ্রীষ্টিয়ানত্বের প্রাথমিক পর্যায়ের আশ্চর্য কার্য্যের আরম্ভ। ঈশ্বর এই আশ্চর্য কার্য্যের শক্তি শিশুবত মণ্ডলীর পরিচালনার জন্য প্রেরিতদের হস্তার্পণের দ্বারা অন্যের উপরে দান সেই দিন পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন, যেদিনে শিশু মণ্ডলীর কাছে লিখিত নতুন নিয়ম উপস্থিত হয়েছিল এবং যাহাদের উপরে প্রেরিতগণ তাহাদের হস্তার্পণের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা দান করেছিলেন তাহাদের মৃত্যু হয়েছিল, ঐ দিনই এই মণ্ডলীর আশ্চর্য কাজেরও সমাপ্তি হয়েছিল এবং আত্মার পরিচালনায় লিখিত বাক্যের দ্বারা মণ্ডলী পরিচালিত হওয়ার কার্য্য শুরু হয়েছিল।

অতএব, পিতরের দেয়া সূচনা, সমাগতদের সামনে প্রমাণ করে যে, ঘটনা আসলে কি ছিল না এবং ঘটনা আসলে কি ছিল। তিনি তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের কাছে এবং বাক্যের কাছে আবেদন করেন। তিনি তাহার শ্রোতাদের বর্তমান অবস্থা হতে, যীশুই যে মসীহ, এই সাক্ষ্য গ্রহণে প্রস্তুত হবে এমন অবস্থায় নিয়ে গেলেন।

পিতরের দেয়া বর্ণনায় খ্রীষ্টই যে উদ্ধার কর্তা তাহা প্রমাণের বিভিন্ন সাক্ষ্যময় দিক তুলে ধরা হয়েছে। যদি আপনাকে হাজার হাজার দর্শকের সামনে দাড়িয়ে যীশুই যে মসীহ তাহার বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষ্য হিসেবে একটি তালিকা দিতে বলা হয় তবে আপনার তালিকায় কি কি বিষয় তুলে ধরবেন? আসুন কোন কোন সাক্ষ্য তিনি তুলে ধরেছিলেন তাহা দেখি এবং আমাদের তালিকার সাথে তাহার তালিকার তুলনা করি।

পুনরাবৃত্তি সমাপ্ত হলে পর, পিতর পাঁচ ভাবে তাহার সাক্ষ্য তুলে ধরেন ও ব্যাখ্যা দান করেন। প্রথমত, যীশুর কৃত আশ্চর্য কাজ গুলি তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন সমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেরাই জান" (প্রেরিত ২:২২)। এটা হচ্ছে আশ্চর্য কাজের সাক্ষ্য যাহা নীকদীমকে বিশ্বাস করতে সাহায্য

করেছিল যে যীশু ঈশ্বরের কাছ হতে এসেছেন। রাতে খ্রীষ্টের সাথে দেখা করার সময় নীকদীম বলেছিলেন, "রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু; কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন-কার্য সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্তী না থাকিলে এই সকল কেহ করিতে পারে না" (যোহন ৩:২)। যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর যোগ্য উৎস হতে কোন প্রাপ্ত সাক্ষ্যতে উল্লেখ থাকে যে যীশুই সত্যিকারের আশ্চর্য কাজ করেছেন, তবে যীশুর ঐ আশ্চর্য কাজের দ্বারা আমরাও নিকদীমের মত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বাধ্য হব– আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হব যে, অবশ্যই যীশু ঈশ্বর হতে এসেছেন। ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্বাস যোগ্য উৎস যাহা সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রীষ্ট সত্যিকার আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। এই সাক্ষ্য একটি মাত্র উপসংহারে পৌছাতে সাহায্য করে যে, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের "মনোনীত,"তিনি যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। পিতর তাহার উপস্থিত দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দেন খ্রীষ্টের কৃত আশ্চর্য কাজের কথা এবং উক্ত সাক্ষ্য যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত করে তিনি সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন করেন।

দ্বিতীয়ত, পিতর তাহার দর্শকদের সামনে "পুনরুত্থানের সাক্ষ্য" তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

> সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে অধর্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে৷ ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছেন; কেননা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল অনা (প্রেরিত ২:২৩,২৪)।

পুনরুত্থান ছিল সকল প্রেরিতদের প্রচারের উল্লেখ যোগ্য একটি অংশ। এটা হচ্ছে সেই তর্কের বিষয় যিহূদীরা যাহার উত্তর দিতে পারে নাই। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সাহসীকে ভীত এবং ভীতকে সাহসী করে তুলেছিল। যিহূদীরা, যাহারা সাহসের সাথে পীলাতের সাক্ষাতে চিৎকার করেছিল "ওকে ক্রুশে দাও" (মথি ২৭:২২), শূন্য কবরের সত্যতার জন্য এখন তাহারা ভয়ে পিছু হাটতে থাকল। পিতর, যিনি সভয়ে বলেছিলেন "আমি উহাকে

চিনি না” (মথি ২৬:৭২), তিনি বিশাল লোকের সাক্ষাতে এমন সাহসের সাথে তাঁহার পুনরুত্থানের কথা প্রচার করতেছেন, শূন্য কবর হতে বেশী দূর থেকে নয়।

পুনরুত্থান চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ দেয় যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। যেকেহ একটি মাত্র পথে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতে পারে আর তাহা হল মৃত্যু হতে তাঁহার পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা। পুনরুত্থানই একমাত্র খ্রীষ্টিয়ানত্বকে আলাদা করে রেখেছে। পৃথিবীর ধর্ম গুলির মধ্যে খ্রীষ্টিয় ধর্ম হল একমাত্র ধর্ম যাহার স্থাপক মৃত্যু হতে জীবিত হয়েছেন। ইহাই তাঁহার দাবির প্রমাণ করে, তাঁহার প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তার সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁহার ধর্মের বৈধতা প্রমাণ করে।

তৃতীয়ত, পিতর প্রমাণ তুলে ধরেন, ভাববানীর সাক্ষ্য হতে। তিনি গীতঃ ১৬:৮–১১ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তুলে ধরেছেন এমন ভাববানী যাহা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা বলেছেঃ

> আমি প্রভুকে নিয়তই আমার সম্মুখে দেখিতাম; কারণ তিনি আমার দক্ষিণে আছেন, যেন আমি বিচলিত না হই। এই জন্য আমার চিত্ত আনন্দিত ও আমার জিহ্বা উল্লসিত হইল; আবার আমার মাংসও প্রত্যাশায় প্রবাস করিবে; কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না, আর নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না। তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিয়াছ, তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করিবে (প্রেরিত ২:২৫বি-২৮)।

তাহার ভাববানীতে, দায়ূদ প্রথম পুরুষ ব্যবহার করে বলেছেন। বাহ্যিক ভাবে মনে হবে যেন তিনি তাহার নিজেরই কথা বলেছেন। ২টি বিষয় তুলে ধরে পিতর উল্লেখ করেন যে, দায়ূদ নিজের সম্পর্কে উক্ত কথা বলতে পারেন না। প্রথমত, তিনি দায়ূদের মৃত্যুর কথা তুলে ধরেন। দায়ূদ, যিনি ভাববানী বলেছিলেন, তিনি মারা গেছেন এবং কবর প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এখনও কবরেই আছেন। তাহার দেয়া প্রমাণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন দায়ূদের কবরকে, যাহা যিরুশালেমে অবস্থিত আছে, এখনও দেখা যাবে (প্রেরিত ২:২৯)। দ্বিতীয়ত, তিনি তাহাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের

প্রতিজ্ঞার কথা (প্রেরিত ২:৩০)। ঈশ্বর দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাহার বংশের কোন একজন তাহার সিংহাসন প্রাপ্ত হবে (২শমুয়েল ৭:১২)। এই প্রতিজ্ঞা, পিতর বলেছেন, যীশুতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যু হতে জীবিত করেছেন (প্রেরিত ২:৩১), তাঁহাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়েছেন। যীশু এই পৃথিবীতে দায়ূদের বংশের মধ্য হতে এসেছেন এবং এখন তিনি আধ্যাত্মিক সিংহাসনে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত আছেন, তাঁহার জাগতিক রাজ্যের উপরে রাজত্ব করিতেছেন, তাহলো মণ্ডলী।

পিতর গীত ১১০:১ থেকে একই ধরনের যুক্তি তুলে ধরেন তাহার প্রচারের শেষ দিকে (প্রেরিত ২:৩৪,৩৫)। তাহার দ্বারা এই ভাববানী উল্লেখ করা থেকে (গীত ১৬:৮–১১; ১১০:১) প্রমাণিত হয় যে, যিনি ঈশ্বর হতে প্রেরিত হয়েছেন তিনি মৃত্যু হতে পুনরুত্থিত হবেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে সম্মানিত হবেন। যীশু, তাহার পুনরুত্থিত ও প্রশংসিত হওয়া, পরিষ্কার ভাবে পুরাতন নিয়মের উভয় ভাববানী পরিপূর্ণ করে।

চতুর্থত, পিতর তুলে ধরেন "সাক্ষীর সাক্ষ্য।" তিনি বলেন, "এই যীশুকেই ঈশ্বর উঠাইয়াছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী" (প্রেরিত ২:৩২)। যিহূদীদের বুঝতে হবে যে, পিতর যে ভাববানীর কথা তুলে ধরেছেন তাহাতে পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ আছে। পিতর নিশ্চিত করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্ট মৃত্যু হতে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং ঐ ভাববানীর অংশ পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি তার শ্রোতাদেরকে অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিয়ে জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যীশু মৃত্যু হতে উঠেছেন। চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য হল সবচেয়ে উত্তম সাক্ষ্য। সমস্ত আইন আদালত চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকেন যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য দানের মধ্যে মিথ্যা কোন কিছু পাওয়া না যায়। ঈশ্বর তাঁহার পুত্রের পুনরুত্থান শুধুমাত্র বাক্যে প্রমাণ করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার বাক্যে সাক্ষীর সাক্ষ্য রেখেছেন, যাহারা যীশুর পুনরুত্থানের পরে তাঁহাকে দেখেছেন, স্পর্শ করেছেন, তাহার সাথে খেয়েছেন, তাহার

সাথে অধ্যয়ন করেছেন। কে এই ধরনের সাক্ষ্য অস্বীকার করতে পারবে?

পঞ্চমত, পিতর পবিত্র আত্মার অবতারণার সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন "অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চিকৃত হওয়াতে, এবং পিতার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছে ও শুনিতেছে, তাহা তিনি সেচন করিলেন" (প্রেরিত ২:৩৩)। স্বর্গারোহণের পূর্বে যীশু শিষ্যদেরকে তাঁহার পিতার প্রতিজ্ঞা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (লূক ২৪:৪৬-৪৯)। উপস্থিত সকল লোকে আত্মার অবতরণের ফল দেখেছেন এবং শুনেছেন। অতএব তাহাদের কাছে আশ্চর্য ভাবে প্রমাণ হল যে, যীশু পিতার দক্ষিণে নীত হয়েছেন, পিতার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞাত আত্মা গ্রহণ করে প্রেরিতদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

এই পাঁচ ধরনের সাক্ষ্য একটি অস্বীকার অযোগ্য উপসংহার এ উপনীত করে। পিতর তাহার উপসংহারে তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন "অতএব।" কোন একজন বলেছেন, "যখনই আপনি নতুন নিয়মে" শব্দটি দেখবেন, আপনাকে থামতে হবে এবং দেখতে হবে অতএব কথাটি কোথায় কোন কারণে উল্লেখ করা হল, কারণ অতএব শব্দটি সর্বদা কোন এক বিশেষ কারণে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। পিতর বলেছিলেন, "অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করিয়াছেন" (প্রেরিত ২:৩৬)। তাঁহার আশ্চর্য কাজ, মৃত্যু হতে পুনরুত্থান, তাঁহার ভাববানীর পরিপূর্ণতা, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, এবং আত্মার অবতারণা প্রমাণ করে যে, যীশু হলেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত জন, খ্রীষ্ট, এবং তিনিই প্রভু।

"মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী" আমাদের কাছে এই অধ্যায়ের অর্থ কি আছে? এটা কি আমাদেরকে বিশ্বাস করায় না যে, খ্রীষ্টিয়ানত্বের কেন্দ্র হল খ্রীষ্ট? যখন কেহ প্রমাণ করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, তখন তিনি অবশ্যই খ্রীষ্টিয়ানত্বের প্রাধান্যতাই দিয়ে থাকেন। যদি পিতর প্রমাণ করতে না পারতেন যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন, এরপরে মৃত্যু হতে পূনরুত্থিত হয়েছিলেন, তবে খ্রীষ্টিয়ানত্বের জন্মলগ্নেই মৃত্যু হয়ে যেত।

তৃতীয় অধ্যায়ের "গভীর ক্রন্দনের"

"মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী" গল্পের তৃতীয় অধ্যায়ের "গভীর ক্রন্দনের" কথা আলোচনা করা হয়েছে। পিতরের শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই অন্তরে আঘাত পেয়েছিলেন। বিবেকের দংশনে দংশিত হয়েছিলেন, পিতরের কাছে ও অন্য প্রেরিতদের কাছে তাহারা আবেগ ভরে কথা বলেছেন।

লূক লিখেছেন, "এই কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয়ে যেন শেল-বিদ্ধ হইল, এবং তাহারা পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদিগকে বলিতে লাগিল, ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব?" (প্রেরিত ২:৩৭)। কিং জেমস ভার্সন বাইবেলে বলেছে যে তাহাদের "হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে।" এই "হৃদয় বিদীর্ণ" হওয়া কাহারও হাতে সুই বা কাঁটার খোঁচা খাওয়ার মত নয়। এটা হল একধরনের প্রকাশ, যাহার অর্থ হল, হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়া বা আঘাতে হৃদয় চিরে তীর চলে যাওয়া। একই উক্তি অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রেরিত ৭:৫৪ পদ: "এই কথা শুনিয়া তাহারা মর্মাহত হইল, তাঁহার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিতে লাগিল।" এই ঘটনায় যিহূদীগন স্তিফানের প্রচারে অগ্নিমূর্তি হয়েছিলেন। তাহাদের হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হল; তাহারা ঘৃণায় মর্মঘাতী হয়ে পড়েছিলেন। যে যিহূদীরা পিতরের প্রচারে, প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তাহারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে অপরাধে বিধ্বস্ত করেন; তাহারা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তাহাদের অপরাধের জন্য।

সম্ভবত যাহারা চিৎকার করে উঠেছিলেন তাহাদের চিৎকারে পিতরের প্রচারে বিঘ্ন হয়েছিল। বিঘ্নতা সর্বদা গৃহীত হয় না, কিন্তু এই বিঘ্নতা ছিল আশীর্বাদ পুষ্ট। একজন প্রচারক প্রচার করতেছিলেন এবং তাহাকে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল একটি প্রশ্নের মাধ্যমে "আমি কি এখনই বাপ্তিস্ম নিতে পারি?" প্রচারক প্রচার থামালেন, লোকটির প্রতি সরাসরি তাকালেন এবং বললেন, "আমার প্রচার আমি পরে শেষ করতে পারব। যদি আপনি বাপ্তিস্ম নিতে চান, আমার এই প্রচার এইখানে বিরত রাখব এবং আমি আপনাকে খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম দিব। পরে আমরা ফিরে আসব এবং প্রচার সমাপ্ত করব।" এই

ধরনের বাঁধা-বিঘ্নতা অবাঞ্চিত নয় বরং অনুপ্রেরণা-যুক্ত।

তাহাদের প্রশ্ন ছিল উৎসাহে পরিপূর্ণ। তাহারা উদাসীনতায় উক্ত প্রশ্ন করেন নাই, "আমরা কি করিব?" তাহাদের প্রশ্ন সম্ভবত এই রকম ছিল, "এমন কি আছে যাহা আমরা করতে পারি? আমরা বিপদে পড়েছি। আমাদের কি কোন প্রত্যাশা আছে?" তাহাদের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ ভাবে গুরুত্ব সহকারে।

তাহাদের প্রশ্নের প্রতি লক্ষ করুণ: "ভ্রাতৃগন, আমরা কি করিব?" তাহারা তাহাদের স্বজাতি যিহূদীদের প্রশ্ন করেন, তাই তাহারা "ভ্রাতৃগন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। উহা ধর্মীয় ভাবে নয় বরং জাতীয়তা ভাবে গূঢ়ার্থে ছিল। তাহারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহারা মহা বিপদে আছেন। তাহারা মসীহ, উদ্ধারকর্তাকে ক্রুশে দেওয়ার অংশী, যাহাকে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। পিতরের প্রচার তাহার শ্রোতাদের সামনে তাহাদের পাপকে এক বিশাল অক্ষরের ন্যায় তুলে ধরেছিল (প্রেরিত ২:২৩)।

আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে অনেক বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করতে হয়েছে এবং উত্তর দিতে হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি নতুন নিয়মানুসারে এই প্রশ্নটি কখনও করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন, "পরিত্রাণ পেতে আমাকে কি করতে হবে?" পঞ্চাশত্তমীর দিনে অন্য যাহারা উপস্থিত ছিলেন অবশ্যই পিতরের প্রচার শুনেছেন এবং পঞ্চাশত্তমীর দিনের আশ্চর্য কাজ দেখেছেন কিন্তু তাহারা তাহাদের পাপের অপরাধের সামনে না এসে এবং প্রশ্নটি না করে পিছনে হটে গিয়েছিলেন। জীবনে পাপ হল এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা, এমন মর্মান্তিক যে খ্রীষ্টকে এই জগতে আসতে হয়েছিল এবং পাপের জন্য মূল্য দিতে ক্রুশে মরতে হয়েছিল। এর চেয়েও আরও অধিক মর্মান্তিক বিষয় আছে। যখন কেহ ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজের অপরাধ তুলে ধরতে না চান এবং ঐ অপরাধের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া সমাধানের আকাঙ্খা না করেন, তিনিই সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থার স্বীকার হবেন।

চতুর্থ অধ্যায় “অনুপ্রাণিত উত্তর”

“মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী” গল্পের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম করন করা হয়েছে “অনুপ্রাণিত উত্তর।” পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, পিতর দোষীদের প্রশ্নের এক সহজ উত্তর দিয়েছিলেন, “মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে” (প্রেরিত ২:৩৮)।

স্বর্গে নীত হওয়ার কিছু পূর্বে, প্রভু আমাদের দিয়েছিলেন এমন কিছু যাহাকে বলা হয় মহা আজ্ঞা। নতুন নিয়মের তিনটি পুস্তকে এই আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: মথি ২৮:১৮–২০; মার্ক ১৬:১৫,১৬; এবং লূক ২৪:৪৬,৪৭। প্রত্যেক পুস্তকেই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। মার্ক ১৬:১৫,১৬ এ দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে। লূক ২৪:৪৬,৪৭ এ দেয়া হয়েছে মন পরিবর্তন ও পাপ ক্ষমার উপরে জোর দিয়ে। মথি ২৮:১৮–২০ বাপ্তিস্মের উপরে জোর দিয়েছে। এই তিন পুস্তকে প্রমাণ করে যে, আমাদের পরিত্রাণ অথবা পাপের ক্ষমা ঈশ্বরের কৃপায় তিনটি শর্তের উপরে ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে যেমন বিশ্বাস, মন পরিবর্তন এবং বাপ্তিস্ম। মহা আজ্ঞার ভাষায় উহা বুঝতে না পারার জন্য কোন প্রকার সন্দেহ রাখে নাই।

মহা আজ্ঞার এই তিনটি শর্ত যাহা পিতরের দেয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট দেখা যায়। পিতরের বক্তৃতায় তাহাদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের কারণ হয়েছিল, এবং এই বিশ্বাসই তাহাদের পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার জন্য চিৎকার করিয়েছিল। যিহূদীদের প্রশ্নে পিতরের উত্তর, বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে মনপরিবর্তন এবং বাপ্তিস্মর কথা, অন্য দুটি শর্ত মহা আজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, “তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে” (প্রেরিত ২:৩৮)। লক্ষ্য করুণ পিতরের উত্তরে পাপের মোচন, অথবা পাপের ক্ষমাকে তিনি কোন অবস্থানে রেখেছেন। তিনি পরিত্রাণ অথবা পাপের ক্ষমাকে বাপ্তিস্মের পূর্বে উল্লেখ করেন নাই কিন্তু উহার

পরে রেখেছেন। পিতর পবিত্রআত্মা কর্তৃক পরিচালিত ছিলেন, এবং যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন তাহা পবিত্র আত্মার দেওয়া উত্তর ছিল, তাহার নিজের নয়।

যাহারা উচ্চরবে প্রশ্ন করেছিলেন তাহাদের কাছে এই উত্তর এতই পরিষ্কার ছিল যে ভুল বোঝার কোন অবকাশই ছিল না। এই উত্তরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনেক ধর্মীয় শিক্ষকরা বলেন যে, প্রেরিত ২:৩৮ এ "নিমিত্ত" শব্দটি যে গ্রীক শব্দ হতে অনুবাদ করা হয়েছে তাহা "নিমিত্ত" প্রকাশ করে না বরং "কারণে" অর্থ প্রকাশ করে। গ্রীক শব্দ *eis* সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয়েছে "নিমিত্ত" অথবা "জন্যে" অনেক অনুবাদিত বাইবেলের সাথে তুলনা করে দেখা যাবে। প্রতিটি অনুবাদ একটার উপরে অন্যটি রেখে সাজিয়ে দেখুন– সব গুলিতে গ্রীক শব্দ cis "নিমিত্ত,""জন্যে" অথবা অনুরূপ অন্য শব্দ ব্যবহার করেছে। কোন স্থানেই "কারণে" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। পিতরের উত্তরে পাপের ক্ষমা বাপ্তিস্মের পরে রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের দেয়া এই প্রশ্নের উত্তর ধরে রাখুন এবং অন্য কাহাকেও উহার যথেচ্ছা ব্যাখ্যা করতে দিবেন না।

কোন একজন বলেছিলেন যে নতুন নিয়মের প্রতিটি পদেরই প্রতিরূপ আছে। এই কথা সর্বদা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নয়, কিন্তু কিছুটা সত্যতা আছে। কিছু নতুন নিয়মের বাক্যের প্রতিরূপ আছে, এবং যখন আমরা ঐ সকল প্রতিরূপ দেখি তখন উহাতে একই সত্যকে অন্যভাবে দেখতে পাই। প্রেরিত ২:৩৮ এর প্রতিরূপ পদটি কি? প্রেরিত ২২:১৬ হল তাহা। "প্রভু, আমি কি করব?" শৌল, তাহার নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে দম্মেশকে আসলেন (প্রেরিত ২২:১০)। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ তিনি দেখেছেন, কথা বলেছেন এবং প্রভু কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। প্রভুর কাছে তাহার প্রশ্নের মাধ্যমেই তাহার মন পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি তিনি প্রভুকে চিনতেও পেরেছিলেন, যাহা প্রশ্নে সাক্ষ্য বহন করে; কিন্তু তাহাকে দম্মেশকে যেতে বলা হয়েছিল যেন তাহার করণীয় তিনি সেখানে জানতে পারেন। তাহার উত্তর পেতে, তিনি দম্মেশকে প্রার্থনায়

ও মন পরিবর্তনের সাথে অপেক্ষায় ছিলেন তিন দিন। অননীয়কে তাহার কাছে পাঠান হল উত্তর সহকারে। অননীয় তাহাকে কি বলেছিলেন? যে উত্তর অননীয় তাহাকে দিয়েছিলেন, তাহা আপনি প্রেরিত ২:৩৮ পদের প্রতিরূপ বলতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, "আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল" বাপ্তিস্ম যে পাপ ক্ষমার জন্য তাহার উপরে কোন প্রকার সন্দেহ থাকলে প্রেরিত ২২:১৬ পদের উপরে আমরা চিরদিন নির্ভর করতে পারি।

একজন যুবক যিনি বেসরকারি ধর্মীয় কলেজে পড়াশুনা করতেন, একদা তিনি বলেছিলেন যে, তাহার বাইবেল প্রফেসর বিশ্বাস করেন না যে বাপ্তিস্ম পাপ ক্ষমার জন্য এবং এই মতবাদ তিনি তাহার ক্লাসে শিক্ষাও দিতেন। অন্য একজন ঐ যুবককে প্রশ্ন করলেন যে, "এই সম্পর্কে আপনি কি করেছেন?" তিনি বললেন, "আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে এই ব্যাপারে আমি কি করতে পারি এবং তিনি বলেছেন যে, আমার উচিত হবে ক্লাসের পরে শিক্ষকের কাছে প্রেরিত ২:৩৮ পদ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করা। আমি তাহাই করলাম, ক্লাসের পরে তাহার কাছে গেলাম, সম্মানের সহিত তাহাকে উহার ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন যে প্রেরিত ২:৩৮ এর অর্থ হল, পাপ ক্ষমা পাইবার কারণে কিন্তু পাপ ক্ষমা পাইবার জন্য নয়। তিনি যাহা বলেছিলেন আমি বাড়ীতে আমার মায়ের কাছে তাহা জানালাম এবং তিনি বললেন যে, আমাকে পুনরায় তাহার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাহাকে প্রেরিত ২২:১৬ পদ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করতে হবে। আমি তাহাই করলাম। ক্লাসের পরে আমার পবিত্র বাইবেলের প্রেরিত ২২:১৬ পদ খুলে তাহার কাছে গেলাম এবং সম্মানের সাথে তাহাকে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করলাম। আপনি কি জানেন প্রফেসর কি বলেছিলেন? তিনি উক্ত পদের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টাও করেন নাই বরং উহাকে ডিঙ্গিয়ে পরবর্তী পদের উল্লেখ করেন।" প্রেরিত ২২:১৬ পদের ভুল ব্যাখ্যা করা যায় না। উহাকে হয়ত গ্রহণ করতে হবে অথবা

বাদ দিতে হবে।

পিতর দেখিয়েছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি যাহা দিয়েছেন তাহা খ্রীষ্টিয় যুগের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া উত্তর ছিল, যাহা মানব ইতিহাসে সর্ব শেষ যুগ। তিনি বলেছিলেন, "কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন" (প্রেরিত ২:৩৯)। "তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য" কথাটি যিহূদীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যাহারা সু-সমাচারে সাড়া দিবে এবং "দূরবর্তী সকলের জন্য" কথাটি এমন একটি অভিব্যক্তি যাহা অবশ্যই পরজাতিসহ যাহারা ভবিষ্যতে সু-সমাচার গ্রহণ ও পালন করবে তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। "যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন" উক্তিটির মধ্যে যিহূদী এবং পরজাতিরা সকলে অন্তর্ভুক্ত আছে যাহারা ভবিষ্যতে সু-সমাচার গ্রহণ করে খ্রীষ্টের নিকটে আসবেন। "দূরবর্তী সকলের জন্য" উক্তিতে যদি পরজাতিরা উল্লেখ না থাকে তবে পিতরের "যত লোককে" উক্তির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পিতর ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঘোষণা দিয়েছেন শুধুমাত্র পঞ্চাশত্তমীর দিনের জন্য নয় খ্রীষ্টিয়ান যুগের সমস্ত সময়ের জন্য দিয়েছেন। তিনি "পরিত্রাণ পাইতে আমরা কি করিব?" প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের দেওয়া উত্তর দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায় "বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া"

"মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী" গল্পের পঞ্চম অধ্যায়ের নামকরণ হল "বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া।" পরিত্রাণের সুসংবাদ প্রথম বারের মত প্রচারিত হবার পরে উহার বিস্ময়কর গ্রহণের কথা লূক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল" (প্রেরিত ২:৪১)।

আমরা জানি না ঐ দিন ভোরে পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতগণ কত সময় ধরে প্রচার করেছিলেন। লূক লিখেছেন, "আর অনেক কথায় তিনি

সাক্ষ্য দিলেন, ও তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, এই কালের কুটিল লোকদের হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর" (প্রেরিত ২:৪০)। পিতর শুধুমাত্র সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাহাদেরকে বুঝিয়েছিলেনই নয় বরং সাক্ষ্য এবং উৎসাহ দ্বারা তাহাদের বাধ্যও করেছিলেন।

উপস্থিত শ্রোতাগণ পিতরের বাক্য গ্রহণ করেছিলেন এবং উহার অনুসারে কার্যও করেছিলেন। লূক লিখেছেন, "তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল" (প্রেরিত ২:৪১)। এই লোকেরা শুধুমাত্র বাক্যের শ্রোতাই ছিলেন না; কার্যকারীও ছিলেন (যাকোব ১:২৫)। তাহারা শুধুমাত্র শোনেন নাই তাহারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে উহার অনুসারে জীবন যাপনও করবেন। কত মর্মান্তিক ব্যাপার যে অধিকাংশ লোক শুধুমাত্র প্রচারের শ্রোতাই হয়ে থাকেন। বহু সংখ্যকের মধ্যে কিছু লোক অন্ততঃ পিতরের প্রচার শুনেছিলেন, তাহারা প্রচারে দ্বারা নিজেদের শুধুমাত্র দোষীই মনে করেন নাই বরং উক্ত বাক্য অনুসারে জীবন যাপন করার জন্য মন স্থির করেছিলেন খ্রীষ্টে দীক্ষা নিয়ে।

তিন হাজার লোক উৎসাহের সাথে বাক্য গ্রহণ করল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হবার পূর্বে পরিত্রাণের বাক্যকে গ্রহণ করতে হয়। খ্রীষ্টে অনেক লোক দীক্ষা না নেওয়ার প্রধান একটি কারণ হল উৎসাহের সাথে বাক্য তাহাদের হৃদয়ে গ্রহণ না করা। বাক্য তখনই আমাদের জীবনে কাজ করবে যখন উহাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় "প্রতিজ্ঞাত দেহ"

"মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী" গল্পের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে "প্রতিজ্ঞাত দেহ।" তিন সহস্র লোক যাহারা খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, লূক তাহাদেরকে মণ্ডলী আকারে চিত্রায়িত করেছেন।

ভাববাদীগণ, ভাববানীতে বলেছিলেন যে, বিশেষ এক রাজ্য

আসতেছে (দানিয়েল ২:৪৪)। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যখন মসীহের আগমনের প্রচার করতেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, “স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল” (মথি ৩:১,২)। খ্রীষ্ট নিজে বলেছেন, মসীহ ঈশ্বর হতে আগত, আহবান করেন মন পরিবর্তনের জন্য, কারণ “স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল” (মথি ৪:১৭)। খ্রীষ্ট, প্রেরিত ও শিষ্যদের কাছে রাজ্যের আগমনের কথা মৃত্যু হতে পুনরুত্থানের পরে থেকে স্বর্গে নীত হবার পূর্ব পর্যন্ত চল্লিশ দিন বলেছিলেন (প্রেরিত ১:৩)। খ্রীষ্ট তাঁহার প্রেরিতদের কাছে সর্বশেষ কথায় তিনি বলেছেন পিতার প্রতিজ্ঞাত বিষয় প্রাপ্ত হতে অপেক্ষা করতে (প্রেরিত ১:৪)। স্বর্গে নীত হবার দশ দিন পরে, রবিবার সকালে, সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় উপস্থিত হল। পবিত্র আত্মার অবতারণার মাধ্যমে (প্রেরিত ২:১-৪), খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পরে প্রথম প্রচারের মাধ্যমে (প্রেরিত ২:১৪-৩৬), এবং তিন সহস্র লোকের দীক্ষার মাধ্যমে মণ্ডলী জন্মনিল। সু-সমাচারের বাধ্যতায় যাহারা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা ধৌত হয়েছিল তাহাদের খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে রূপান্তরিত করা হল। সেইদিন হতে অদ্যাবধি, যখনই কেহ সু-সমাচার শ্রবণ করে; তাহার উপরে বিশ্বাসে, মন পরিবর্তনে এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করে বাপ্তিস্মের দ্বারা খ্রীষ্টে কাছে আসে তিনি তাহাকে তাহাদের সাথে যুক্ত করেন। (প্রেরিত ২:৪৭)- প্রথম বারের, সেই তিন সহস্র লোকের সাথে যাহারা প্রথম পর্যায়ে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন পঞ্চাশত্তমীর দিনে।

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে পঞ্চাশত্তমীর পর থেকে মণ্ডলীকে জীবন্ত ও বর্তমান হিসেবে দেখানো হয়েছে প্রতিজ্ঞাত অথবা ভাববানী হিসেবে নয়। প্রেরিত ২ অধ্যায়ের শেষে লূক বলেছেন, “আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন” (প্রেরিত ২:৪৭)। প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে উল্লেখিত পিতরের দ্বিতীয় বক্তৃতার শেষে, লূক লিখেছেন, “তথাপি যে সকল লোক বাক্য শুনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেক বিশ্বাস করিল; তাহাতে পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ হাজার হইল” (প্রেরিত ৪:৪)। অননীয় এবং সাফিরার মৃত্যুর পরে (প্রেরিত ৫:১-১০), লূক লিখেছেন, “তখন সমস্ত মণ্ডলী, এবং যত লোক এই কথা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্থ হইল” (প্রেরিত ৫:১১)।

স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যার পর থেকে যে তাড়না জাগরিত হয়েছিল (প্রেরিত ৬:৮-৭:৬০), লূক বলেছেন, "সেই দিন যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড়ই তাড়না উপস্থিত হইল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য সকলে যিহূদিয়ার ও শমরিয়ার জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল" (প্রেরিত ৮:১)। লূকের লেখানুসারে, মণ্ডলী, ঈশ্বরের বিশেষ রাজ্য উপস্থিত হল।

কথিত আছে যে, একদিন মহান প্রচারক মার্শাল কেবলের (Marshall Keeble) কাছে এসে কোন একজন তাহার হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলি দিয়ে বললেন, "ব্রাদার কেবল, ইহাকে অনুভব করতে চাই। আমি ইহাকে অনুভব করতে চাই এখুনি।" ব্রাদার কেবলের ছিল এক অদ্ভুত শক্তি যাহা দ্বারা তিনি যে কোন অবস্থায় এমন ভাবে উত্তর দিতেন যাহা ভোলার নয়। তিনি তাহার পবিত্র বাইবেল দেখিয়ে লোকটিকে উত্তর দিলেন এবং বললেন, "ভাল আমি এটাই পড়তে চাই। আমি এইটা এইখানেই পড়তে চাই।" কোন কিছুর জন্য আবেগ থাকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই আবেগকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়া উচিৎ নয়। একমাত্র পবিত্র বাইবেল, ঈশ্বরের বাক্যই, আমাদের পরিচালনা করবে। যখন আমাদের বাধ্যতা এবং সততায় তাঁহার বাক্য গ্রহণের মাধ্যমে আবেগের ভিত্তি থাকবে, তখন আমাদের সত্যিকারের আনন্দ থাকবে, যাহা নতুন নিয়মে উল্লেখ আছে।

উপসংহার

আমরা "মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী" সমাপ্ত করব এবং আমরা যাহা পড়লাম তাহা নিয়ে চিন্তা করব। এটা প্রকাশ হয়েছে যে, আমরা এমন কিছু পেয়েছি যাহা স্থানীয় টেলিভিশন অথবা খবরের কাগজের সংবাদের চেয়েও বিশেষ কিছু। যে অতীত ঢাকা ছিল সত্যিকার সেই পর্দাকে সরিয়ে তাহা উন্মোচন করতে পেরেছি, প্রেরিতদের কার্যাবলী পুস্তকের সহযোগিতায়, সব চেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা দেখতে পেয়েছি, যীশুর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থানের সাথে, এই পৃথিবীর ইতিহাস থেকে। আমরা সত্যিকারের মণ্ডলীর আরম্ভের সাক্ষ্য

পেলাম, সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঈশ্বরের রাজ্য। উহার আরম্ভের সাথে সাথে, আমরা দেখতে পেলাম মানব ইতিহাসের শেষ যুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান যুগের অথবা “শেষকাল” এর আরম্ভ।

এই পুস্তকটির মত প্রয়োজনীয় আরেকটি পুস্তক আমরা দেখতে পাই। উহাকে আমরা বলতে পারি “মহান কাহিনী” এর তৃতীয় পর্ব। আর তাহা হবে খ্রীষ্টের কাছে আপনাদের দীক্ষার গল্প। গল্পটি হবে আপনি কিভাবে মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হয়েছেন, যে মণ্ডলী যীশু সৃষ্টি করেছিলেন। গল্প কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হবে। আমাদের অনেকের গল্প সহজে লেখা যাবে, কিন্তু অনেকের গল্পই লেখা যাবে না, কারণ উহা এখন ঘটে নাই। আপনার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? আপনার জীবনে এই গল্প কি এখনও ঘটেছে? আপনি কি নতুন নিয়মের অনুসারে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন?

যদি আপনি নতুন নিয়মানুসারে খ্রীষ্টিয়ান না হয়ে থাকেন, আপনি এখন জানেন কিভাবে হতে পারেন। সু-সমাচারের বাক্যকে আনন্দের সাথে গ্রহণের মাধ্যমে এবং উহাতে বাধ্যতার মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের রাজ্যে জন্ম নিতে পারেন, সেই স্বর্গীয় রাজ্য যাহা আমরা প্রেরিত ২ অধ্যায়ে দেখেছি।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 284 পৃষ্ঠায়)

১। কোন অর্থে আমরা বলতে পারি যে মণ্ডলীর স্থাপন হল “মহান কাহিনীর পরবর্তী কাহিনী”?

২। পঞ্চাশত্তমীর দিনে শুধুমাত্র প্রেরিতগণই পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন এই উক্তির প্রমাণে কোন ধরনের সাক্ষ্য আপনি দিতে পারবেন?

৩। প্রেরিতগণ যে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন উহার ঐশ্বরিক কারণ গুলি আলোচনা করুন।

৪। প্রেরিতগণের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম আমাদের জন্য কি অর্থ বহন করে?

৫। পিতর তাহার প্রচারে যীশুর ঈশ্বরত্বের যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাহার আলোচনা করুন।

৬। ঈশ্বরের দেয়া পরিত্রাণের পরিকল্পনায় খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ছিল কত টুকু? যদি তিনি মৃত্যু হতে পূনরুত্থিত না হতেন তবে কি আমরা কোনভাবে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মেনে নিতে পারতাম?

৭। পাপে থাকার চেয়ে বড় ধরনের আর এমন কোন প্রকার অঘটন আপনাদের জানা আছে কি?

৮। পরিত্রাণের শর্ত হিসেবে দেওয়া মহা আজ্ঞা, তিনটি পুস্তকে (মথি ২৮:১৮-২০; মার্ক ১৬:১৫,১৬; লূক ২৪:৪৬,৪৭) আলাদা ভাবে উপস্থাপনা করা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

৯। আলোচনা করুন যে প্রেরিত ২২:১৬ কিভাবে প্রেরিত ২:৩৮ কে সহযোগিতা করে।

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

দীক্ষাঃ যে পদ্ধতিতে কাহার হৃদয় পরিবর্তন করে খ্রীষ্টিয়ান হয়ে থাকেন।

আশ্চর্য কাজের যুগঃ সেই সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন প্রেরিতগণ ও তাহারা যাহাদের উপরে হস্তার্পণ করেছিলেন তাহারা আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন। এই সময় ছিল মণ্ডলীর শিশু অবস্থা। যখন ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দিতেন, সর্বশেষ প্রেরিতের মৃত্যুর মাধ্যমে এই আশ্চর্য যুগের সমাপ্তি হয় (ইফিষীয় ৪:১১-১৩; ১করি ১৩:৮-১০)।

নিকদীমঃ একজন শিক্ষক যিনি রাত্রে যীশুর কাছে এসেছিলেন। যীশু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয় (যোহন ৩)।

প্রকাশিতঃ প্রকাশ করা হয়েছে অথবা পবিত্র আত্মা দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাইবেল হল মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ।